গাংনীতে মানবপাঁচার মামলার আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের র্যাব-১২, সিপিসি-৩ কোম্পানী কমান্ডারের অভিযানে মানবপাঁচার মামলার এজাহারনামীয় পালাতক আসামি মোঃ আমিরুল ইসলাম
(৪২) গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪ টার দিকে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি সাকিনস্থ চারচারা বাজারে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামি মোঃ আমিরুল ইসলাম (৪২) গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের মৃত রঞ্জিত মন্ডলের ছেলে।

মেহেরপুর র্যাব-১২, সিপিসি-৩ কোম্পানী কমান্ডার এএসপি মোঃ মনিরুজ্জামান নেতৃতে একটি চৌকষ আভিযানিক দল গাংনী উপজেলার সাহারবাটি সাকিনস্থ চারচারা বাজারে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

আসামি মোঃ আমিরুল ইসলাম এলাকার বিভিন্ন পর্যায়ের ১৪০-১৫০ জন ছেলের অবিভাবকদের নিকট থেকে ৪,৮০,০০০/- টাকা হতে ৫,০০,০০০/- টাকা নিয়ে ভাল কাজ দিবে বলে মালয়েশিয়ায় পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। মালয়েশিয়ায় পাঠানোর পরে তাদের কাজ না দিয়ে উল্টো তাদের পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপণ দাবি করত। এসময় তাদের পরিবারের লোকজন গাংনী থানার মামলা নং-৩২, তারিখ-২৮/০২/২৪ ইং, ধারা- মানবপাঁচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ এর ৬/৭/৮/৯ মানবপাঁচার মামলা করে। ঐই মামলায় গ্রেফতারকৃত আসামি মোঃ আমিরুল ইসলামকে ০৪নং আসামী করা হয়।

পরে গ্রেফতারকৃত আসামিকে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা নেন। প্রায় ৪ মাস আগে সে মালেশিয়াতে নিয়ে একটি ক্যাম্পে আটকে রেখেছে। ছেলে আমাকে গত সোমবার বিকালে (বাংলাদেশ সময়) মোবাইল ফোনে জানান, আমাদের সালাক সালাতন ক্যাম্পে পুলিশের অভিযান শুরু হয়েছে। অর্ধ শত যুবকদের উদ্ধার করেছে পুলিশ। আর কথা হবেনা। চিন্তা করবেন না।

সাহেবনগর গ্রামের সাগরিকা খাতুন বলেন, সংসার সুখের জন্য ভিটে মাটি ও ধার দেনা করে ৫ লাখ টাকা দিয়েছিলাম আদম ব্যপারির দাল সাহবনগর গ্রামের সুরজ আলীর হাতে। আমার ছেলে শাহীন আলমকে মালেশিয়া নিয়ে একটি ক্যাম্পে প্রায় সাড়ে ৪ মাস আটকে রেখেছে। সোমবার সেখানকার ইমিগ্রেশন পুলিশ আমার ছেলেসহ প্রায় শতাধিক যুবককে উদ্ধার করেছে। এখন আর তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছিনা। তিনি বলেন, হাড়াভাঙ্গা, সাহেবনগর, সহড়াতলা, কাজিপুর এলাকার প্রায় তিন শতাধিক যুবকের পরিবারে শুধু হতাশা আর কান্নার রোল।

এদিকে আদম পাচারকারী সাহেবনগর গ্রামের প্রধান আদম ব্যবসায়ী মুছা ইন্টারন্যাশনালের মালিক ইঞ্জিনয়ার মুসা কলিম, সুরজ আলী, রাজু আহমেদ, তোফাজ্জেল মাষ্টারসহ তাদের লোকজন বাড়িঘর ছেলে পলাতক রয়েছেন।

মালয়েশিয়ায় আটকে থাকা ভুক্তভোগীদের কয়েকজন জানান, স্থানীয় গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের কেএনএসএইচ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান শিক্ষক মাজেদ মাস্টার, কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলাম ওরফে ন্যাড়া, বালিয়াঘাট গ্রামের আনিসুল হক মাস্টারের ছেলে শোভন, সাহেবনগর গ্রামের সুরজ ও তার ভাই আওয়াল এবং ইঞ্জিনিয়ার মুসা কলিমের মাধ্যমে ঢাকায় নাভিরা ও মুসাকলি এন্টারপ্রাইজ এজেন্সির মাধ্যমে টাকা দিয়ে ভালো কাজের আশ্বাসে তারা মালয়েশিয়ায় আসেন।

ক্যাম্পে আটকে থাকা যুবকরা ভিডিও বার্তার মাধ্যমে সাংবাদিকদের বলেন, আমরা ৪/৫ মাস আগে এখানে এসেছি। আমাদেরও এই ক্যাম্পে আটক রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে আজকে শতাধিক যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে মালেশিয়ান ইমিগ্রেশন পুলিশ।